রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৪৩/২০২৬

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১১) এর দুই স্থানে উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান; এবং"।

মূল্য : টাকা ৮·০০

৩। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) দফা (৬) এ উল্লিখিত "প্রণয়ন" শব্দের পরিবর্তে "অনুমোদন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (৭) এ উল্লিখিত "ব্যায়ামাগার নির্মাণের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যায়ামাগারসহ অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কারের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

৪। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন;";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) এবং (ঘঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঘঘ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(ঘঘঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;" ;

(ঘ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঠঠ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঙ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঢঢ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(ছ) দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (থথ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(থথ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;" ;

জ) দফা (দ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (দদ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(দদ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(ঝ) দফা (ধ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ধ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ধ) সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক;";

(ঞ) দফা (ল) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ট) দফা (শ) এর প্রান্তস্থিত ";" চিহ্নের পর "এবং" শব্দটি সংযোজিত হইবে; এবং

(ঠ) দফা (ষ) এ উল্লিখিত "(সকল)" শব্দ ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দের পর "/উপদেষ্টা" চিহ্ন ও শব্দ এবং "ভাইস-চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পূর্বে "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান অথবা" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৬। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৮ক। সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান।—মন্ত্রী/উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী সকলই বিদ্যমান থাকিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা ব্যতীত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বা একজন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।"।

৭। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯। **ভাইস-চেয়ারম্যান।**—যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।" ।

৮। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন; ";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নুতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঘ) দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(ঙ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঝঝ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(চ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;"; এবং

(ছ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সহ-সভাপতি" শব্দের পরিবর্তে "জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১০। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দুই স্থানে উল্লিখিত "সচিবের" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন, ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্রীড়া সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলা মাঠ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনুশীলন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতি প্রদান (ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও বোর্ড), আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশন বা অনুরূপ কোনো সমিতিতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন, বিদেশগামী ক্রীড়াদল ও সহগামী কর্মচারীগণের তালিকা অনুমোদন, অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ০৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন)" প্রণয়ন করা হয়।

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৫৩.১৯.০২৩. ১৮.৮৯ নম্বর স্মারক ও আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের 'সচিব' পদনাম পরিবর্তনসহ আইনটি কিছু ধারা সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন করে "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" জারি করা হয় । পরবর্তীতে "স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা" অর্থ "বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা" এর পাশাপাশি "মহানগর" শব্দটি সংযোজন এবং সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে অন্তর্ভুক্ত করে "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬" জারি করা হয়।

৩। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ১ম দিন ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ উপস্থাপন করেন। মহান জাতীয় সংসদ এ বিষয়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের গঠিত বিশেষ কমিটি অধ্যাদেশসমূহ বিল আকারে প্রস্তুত করে সরাসরি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং গ্রহণপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। সেপ্রেক্ষিতে **"জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬"** বিলটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং করা হয়েছে।

৪। "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" ও "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬" অধ্যাদেশ ০২ (দুই)টিকে একীভূত করে ০১ (এক) টি আইনে পরিণত করা আবশ্যক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বিদ্যমান থাকায় মহানগর ক্রীড়া সংস্থা গঠন বাস্তব সম্মত নয় বরং সাংঘর্ষিক মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রস্তাবিত "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এ মহানগর ক্রীড়া সংস্থা গঠন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

০৫ । এমতাবস্থায়, "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" ও "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬" অধ্যাদেশ ২ (দুই)টি আইনে পরিণত করার নিমিত্ত "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮" সংশোধনকল্পে **"জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬"**-এর বিল মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

মোঃ আমিনুল হক
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd